কালের কণ্ঠ

15 JUL 2016
তারিখ ... 15 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...২...

তারুণ্যের এপিঠ-ওপিঠ

সাদাসিধে কথা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বাংলাদেশকে নিয়ে আমি ভিন্ন একটি বিষয়ে আশাবাদী। সেটি হচ্ছে এ দেশের মানুষের ভেতর একধরনের স্নেহপ্রবণ কোমল সারল্য আছে, তারা ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু এবং কখনোই ধর্মান্ধ নয়। তারা কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। উগ্র মানসিকতার দেশগুলোয় জঙ্গিবাদ যেভাবে শিকড় গজিয়ে ফেলতে পারবে এ দেশে সেটি কখনো সম্ভব হবে না। সরকার যদি কখনো এদের পক্ষে চলে যায় তখন পুরো ব্যাপারটি বিপজ্জনক হতে পারে, বিএনপির সঙ্গে জামায়াত ক্ষমতায় চলে আসার পর প্রায় সে রকম একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল; কিন্তু আমরা সেটি পার হয়ে এসেছি

জুলাই মাসের ১ তারিখ আমি দেশের বাইরে। বাংলাদেশের ইতিহাসের নৃশংসতম-একটি হত্যাকাণ্ডের প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে আমি তার কিছুক্ষণের মধ্যে খবরটি পেয়ে গেছি। শুধু আমি নই, সারা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ সেই খবরটি জেনে গেছে। সিএনএন যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সঙ্গে সেই খবরটি প্রচার করেছে, আমি আমার জীবনে সেরকমভাবে অন্য কোনো খবর প্রচার হতে দেখিনি। গুলশানের সেই অভিশপ্ত রেস্তোরাঁর ভেতরে কী ঘটেছে সেটি সংবাদমাধ্যমে এসেছে রাত পোহানোর পর; কিন্তু ভাসা ভাসাভাবে সব কিছুই সবাই জেনে গেছে সেই রাতেই। আমিও জেনেছি এবং গভীর বিষাদে ডুবে যাওয়া বলতে যা বোঝায় বহুদিন পর আমি সেটি অনুভব করেছি। যন্ত্রের মতো সব কিছু করে গেছি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও মনের ভেতর থেকে সেই কষ্টটুকু সরাতে পারিনি। এতজন বিদেশি মানুষকে আমাদের দেশের মাটিতে এ রকম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমরা তাদের আপনজনের দিকে কিভাবে মুখ তুলে তাকাব? শুধু বিদেশি নয়, আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদেরও হত্যা করা হয়েছে, শুধু তাদের পোশাক কিংবা তাদের পরিচয় হত্যাকারীদের পছন্দ হয়নি বলে। মানুষের জীবন এত সহজ একটি পণ্য! এত সহজে তাকে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়?

পরদিন হত্যাকারীদের ছবি দেখে দেশের সব মানুষের মতো আমিও বাকরুদ্ধ হয়ে গেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি ঠিক এই বয়সের এই মানসিকতার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছি। আমার ধারণা ছিল, আমি বুঝি এই বয়সের ছেলেমেয়েদের চিন্তাভাবনার জগৎটি একটুখানি হলেও বুঝতে পারি। আমি এখন জানি, আমার ধারণা সত্য নয়, আমি সারা জীবন চেষ্টা করলেও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র কিংবা ধারালো চাপাতি হাতে হাসি মুখের এই তরুণগুলোর মনোজগৎটি কোনোভাবে অনুভব করতে পারব না। শুধু ধর্মের কোনো একধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ কিছু মানুষ, কিছু মহিলা, কিছু তরুণ-তরুণীকে বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ ছাড়া ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে কিংবা কুপিয়ে হত্যা করতে শেখানো যায়, সেটি একেবারে নিজের চোখের সামনে দেখেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না। দেশের বাইরে বসে আমার কিছু করার নেই, তাই শুধু ইন্টারনেটে খবর পড়ি, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো পড়ি। দেশ-বিদেশের অনেক বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী জ্ঞানীগুণী মানুষ এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন কিংবা বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, আলোচনা-সমালোচনা করেছেন, কী করতে হবে তার উপদেশ দিয়েছেন। আমার পক্ষে তার কিছুই করা সম্ভব নয়। যে বিষয়টি আমি বুঝতেই পারিনি আমি কেমন করে সেটি নিয়ে আলোচনা করব?

পরিবারের কেউ মারা গেলে সব আপনজন যে রকম একত্র হয়ে দুঃখটা একে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে

হত্যাকাণ্ডটিকে প্রকাশ্যে নিন্দা করা যাবে কি না। কোনো কোনো হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলাই হঠাৎ করে 'স্পর্শকাতর' বিষয় হয়ে গেল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনন্তকে হত্যা করার পর ক্যাম্পাসে আয়োজন করা শোক মিছিলে এ বিষয়টি নিয়ে আমি ক্ষোভ প্রকাশ করার পর হঠাৎ করে ছাত্রলীগের ছেলেরাই সিলেট শহরে আমার বিরুদ্ধে মিটিং, মিছিল, মানববন্ধন শুরু করে দিল।

হত্যাকাণ্ডগুলো থামানো যায়নি, যেগুলো ধীরে ধীরে আরো বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল আমরা দেখতে শুরু করলাম শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণেই পূজারি, ধর্মযাজক কিংবা পীর, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রগতিশীল শিক্ষক, মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী লেখক, প্রকাশক, এলজিবিটি কর্মী কিংবা বিদেশি মানুষ—কেউই আর বাকি রইল না। তখন আমরা আরো একটি বিষয় লক্ষ করতে শুরু করলাম, প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পর সরকার প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল এই জঙ্গি হত্যাকাণ্ড একান্তভাবেই আমাদের দেশীয় জঙ্গি, বাইরের জঙ্গিদের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই। আবার সেই একইভাবে বিদেশি প্রতিষ্ঠান কিংবা বিদেশি জঙ্গিরা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগল এগুলো আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাহিনীর অংশ। বিষয়টি নিশ্চয়ই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অরল্যান্ডোতে একজন মানুষ কিছুদিন আগে একটা নাইট ক্লাবে গুলি করে প্রায় ৫০ জনকে মেরে ফেলেছে। হত্যাকাণ্ড শুরু করার আগে সে টেলিফোন করে নিজেকে আইএসের একজন কর্মী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল, কিন্তু তার পরও যুক্তরাষ্ট্র সরকার দাবি করেছে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আইএসের কোনো সম্পর্ক নেই। ইন্টারনেটের এই যুগে হিংসার 'আদর্শ' ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সত্যিকারের যোগাযোগের প্রয়োজন নেই; একটি ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কের যোগাযোগই যথেষ্ট। এ দেশের কিছু জঙ্গি তরুণের কাছে আইএস একটা ব্র্যান্ডের মতো, তারা এ দেশে সেই ব্র্যান্ডটির ফ্রেঞ্চাইস নিতে চায়। আইএস যে নৃশংসতা করে পৃথিবীতে নিজেদের পরিচিত করেছে, বাংলাদেশের কিছু জঙ্গি যদি সেই একই নৃশংসতা করে দেখাতে পারে, তাহলে তাদের ফ্রেঞ্চাইস দিতে বাধা কোথায়? মধ্যপ্রাচ্যে আইএস যখন ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে উঠেছে তখন একেবারে বিনা পরিশ্রমে তারা যদি পৃথিবীর অন্য দেশেও নিজেদের একটু প্রচার করতে পারে, তাহলে তারা কেন সেই সুযোগ নেবে না? কাজেই এ দেশে আইএস আছে কিংবা আইএস নেই এই বিতর্কটি সবাইকে সন্তুষ্ট করে শেষ করা যাবে তা নয়। এ দেশে আইএসের আদর্শে বিশ্বাস করে একেবারে নিরপরাধ নারী-পুরুষকে হত্যা করার মতো কিছু তরুণের জন্ম হয়েছে এটিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

একজন তরুণের শুধু যদি এ রকম একটি মানসিকতা হয়ে যায়, তাহলেই সে যে এ দেশে ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারবে তা নয়। এ রকম ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য তার অস্ত্রের দরকার।

হাজার রকম আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ পাওয়া পুলিশ, নিখুঁত ইন্টেলিজেন্স থাকার পরও মাঝেমধ্যেই এ ধরনের ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আমি আগে বেশ কয়েকবার ইউরোপে এসেছি, দেশগুলোকে সব সময়ই ছিমছাম-শান্তিপূর্ণ মনে হয়েছে। এবারে একটা পার্থক্য চোখে পড়েছে—এয়ারপোর্টে, শহরের মোড়ে, ট্রেন স্টেশনে একটু পর পর সশস্ত্র পুলিশ। প্লেনে ওঠার আগে যেভাবে স্যুটকেস এক্স-রে করে প্লেনে তোলা হয় এখন ট্রেনের বেলায়ও তাই। যাত্রীদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে নানা রকম নিরাপত্তাবলয় পার হয়ে ট্রেনে উঠতে হয়। সারা পৃথিবীতেই যদি মানুষকে বাড়তি সতর্কতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তাহলে বাংলাদেশ তার বাইরে কিভাবে থাকবে?

তবে বাংলাদেশকে নিয়ে আমি ভিন্ন একটি বিষয়ে আশাবাদী। সেটি হচ্ছে, এ দেশের মানুষের ভেতর একধরনের স্নেহপ্রবণ কোমল সারল্য আছে, তারা ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু এবং কখনোই ধর্মান্ধ নয়। তারা কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। উগ্র মানসিকতার দেশগুলোয় জঙ্গিবাদ যেভাবে শিকড় গজিয়ে ফেলতে পারবে, এ দেশে সেটি কখনো সম্ভব হবে না। সরকার যদি কখনো এদের পক্ষে চলে যায় তখন পুরো ব্যাপারটি বিপজ্জনক হতে পারে, বিএনপির সঙ্গে জামায়াত ক্ষমতায় চলে আসার পর প্রায় সে রকম একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা সেটি পার হয়ে এসেছি।

আমি যেহেতু এ মুহূর্তে দেশের বাইরে, তাই সরাসরি দেশের হৃৎস্পন্দনটি ধরতে পারছি না, তবে ইন্টারনেটে দেশের খবরাখবর পড়ে অনুমান করছি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সরকার যথেষ্ট কঠোর অবস্থান নিয়েছে। 'বিষয়গুলো স্পর্শকাতর' তাই এগুলো নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না—সেই মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশে নিষিদ্ধ হয়ে থাকা জাকির নায়েককেও বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে তরুণরা অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের অনেকেই যে জাকির নায়েকের বক্তব্য নিয়মিতভাবে শুনত সেটি মোটেও বিস্ময়ের কোনো ব্যাপার নয়। নতুন পৃথিবীতে মানুষ অনেক বেশি সহিষ্ণু হবে, তারা শুধু যে অন্য ধর্ম, অন্য বর্ণ, অন্য কালচারের মানুষকে বুক আগলে রক্ষা করবে তা নয়, এই পৃথিবীর পশুপাখি-গাছপালাও রক্ষা করবে। তাই যখন কেউ নিজের ধর্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য অন্য ধর্মকে উপহাস করতে থাকে সেটি পৃথিবীর জন্য শুভ হতে পারে না।

গুলশানের রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর আমার ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই নিজের মতো করে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। কম বয়সী কোনো ছেলে বা মেয়ে না বুঝে যেন জঙ্গিদের পেতে রাখা কোনো ফাঁদে পা দিয়ে না ফেলে সে জন্য তাদের কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে—সেটিও তারা প্রচার করার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয়, যেটা ঘটে গেছে সেটা নিয়ে শুধু আলোচনা-সমালোচনা ...

bestelectronics CALL 09606 111 777 www.bestelectronicsltd.com